ভোরের কাগজ

তারিখ ··· JAN. ৬ ··1999 ··· ···
পৃষ্ঠা ··· ৭ ··· কলাম ২ ··· ······

৩৮৫

শিক্ষক হচ্ছেন দ্বিতীয় জন্মদাতা

সংবিধানে ব্যক্তির সাচ্ছন্দ্যে চলাফেরার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে নারীর ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়। বাসে, বাজারে, সন্ধ্যার পর রাস্তায় এমনকি কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও নারী নিরাপদ নয়। নিগৃহীত হওয়ার পরও তাকে তা মুখ বুজে সহ্য করে যেতে হয়, এর প্রতিবাদ করার সুযোগ তার নেই কারণ প্রতিবাদ করলেও কেউ তার কোনো প্রতিকার করবে না বরং এক্ষেত্রে নিজেকেই সমাজের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করা হবে এবং ভবিষ্যতে বিয়ের ব্যাপারে অনেক সমস্যা দেখা দেবে। একজন নারী শ্রমিক একজন গার্মেন্টস কর্মী কিংবা একজন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী এ থেকে মুক্ত নন। 'যৌননিপীড়ন বিষয়ক ঘটনার কারণে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর বিয়ে ভেঙ্গে গেছে'- এ ঘটনা আরেকবার প্রমাণ করে, নারীরা কতো অসহায়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার রেশ যেতে না যেতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের যৌন নিপীড়নের অনেক ঘটনা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তবে এ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ কোনো ছাত্র সংগঠনের ক্যাডার নন বরং পিতৃতুল্য শিক্ষক যাদের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করার জন্য আমরা বিদ্যাপীঠে এসেছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আন্দোলনের খবর পত্রিকায় প্রকাশের পর দেশের অভিভাবকগণ বিস্মিত এবং উদ্বিগ্ন হয়েছেন। 'দেশের শীর্ষস্থানীয় বিদ্যাপীঠে যদি এই অবস্থা হয় তাহলে মূল্যবোধ আর থাকলো কোথায়'? এই মন্তব্যও করেছেন অনেকে। আবার কারো কারো মতে, এটা ছাত্রীদেরই দোষ কেননা তারা যদি স্বেচ্ছায় না যায় তাহলে একজন শিক্ষকতো জোর করে কিছু করতে পারে না। অর্থাৎ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষ। আবার অনেকের কাছে ব্যাপারটি স্পষ্ট নয় যে, ছাত্রীরা সব শিক্ষকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে নাকি গুটিকয়েক শিক্ষকের বিরুদ্ধে?

অনেক আগে থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ওপেন সিক্রেট এই 'নেগেটিভ সম্পর্কে'র ঘটনাটি। অনেকেই জানেন ঘটনা ঘটছে কিন্তু কেউই প্রকাশ করেননি। এ ক্ষেত্রে মেয়েদেরতো সমস্যা রয়েছেই আর অন্যদের সমস্যা হচ্ছে 'শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী হিসাবে চিহ্নিত' হলে শিক্ষকরা তাদের যেকোনো সময়ে বিপদে ফেলতে পারেন। এই ভয়ে কখনো তারা প্রতিবাদ করেনি। তবে

'অনেক আগে থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ওপেন সিক্রেট এই 'নেগেটিভ সম্পর্কে'র ঘটনাটি। অনেকেই জানেন ঘটনা ঘটছে কিন্তু কেউই প্রকাশ করেননি। এ ক্ষেত্রে মেয়েদেরতো সমস্যা রয়েছেই আর অন্যদের সমস্যা হচ্ছে 'শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী হিসাবে চিহ্নিত' হলে শিক্ষকরা তাদের যেকোনো সময়ে বিপদে ফেলতে পারেন। এই ভয়ে কখনো তারা প্রতিবাদ করেনি।'

বেশ আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্রদের দ্বারা প্রকাশিত শিল্প সাহিত্যবিষয়ক পত্রিকা 'অরুনিমায়' (প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা) একই বিভাগের একজন শিক্ষক ও খ্যাতিমান সাহিত্যিক বলেছিলেন, 'আগে কাননবালারা আসতো পতিতালয় থেকে এখন আসে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।' তবে বর্তমান আন্দোলনের সপক্ষে অনেক এই ঘটনার পারস্পরিক অভিযোগ আনছেন শিক্ষক-ছাত্রী উভয়ই। যেমন, শিক্ষক তাদের মতামত প্রকাশ করেছেন। এ ক্ষেত্রে সাহসী ভূমিকা রেখেছেন ড. মোজাফফর আহমেদ। অনেক শিক্ষক আন্দোলনকারী ছাত্রীদের গার্মেন্টস কর্মী কিংবা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী বলে উল্লেখ করেন।

সিমোন দ্য বোভঙয়ার তার 'সেকেন্ড সেক্স' গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন, '...যদি কোন মেয়ে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে তাহলে দারুণ তিরস্কারের সম্মুখীন হতে হয় তাকে। পৃথিবীটা যেন ছেলেদেরই। আর মেয়েরা তো নিকৃষ্টই'। আমাদের সমাজে মেয়েদের সম্পর্কে ভাবনা অনেকটা এ রকমই। অশিক্ষিত মানুষ যাই ভাবুন না কেন শিক্ষিত মানুষের নারী সম্পর্কে মূল্যায়ন যেন কখনো এমন না হয়, আমরা সমগ্র জাতির কাছে এটাই আশা করি। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিদ্যাপীঠে যেখানে মানুষের সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটার কথা, সেখানে যেন এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় এটাই আমাদের সবার কামনা। শিক্ষকের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করতে এসে কোনো ছাত্রী যেন বাজে পরিস্থিতির শিকার না হয় কিংবা কোনো ছাত্রী যেন শিক্ষকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ না করে এ ব্যবস্থাও কর্তৃপক্ষকে করতে হবে। সবশেষে এ কথাই বলবো, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ করার জন্য এবং শিক্ষাদান করার জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষার্থে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে। এবং 'শিক্ষক হচ্ছেন দ্বিতীয় জন্মদাতা' এ কথাও সবাইকে মনে রাখতে হবে।

❑ জান্নাতুল ফেরদৌস স্নিগ্ধা